DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

BANGLA 1ST PAPER

YEAR 2015

10 MINUTE SCHOOL

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

DHAKA BOARD

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর তথা কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে অধিকার আদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। সে দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষ্ণাঙ্গ ৮৪%, শ্বেতাঙ্গ ১৬%। এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী শ্বেতাঙ্গরা এ দেশটিকে তিন শতাধিক বছর শাসন করে। রাজ শক্তির বিরুদ্ধে নেলসন ম্যান্ডেলা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাকে প্রায় ২৮ বছর জেল খাটতে হয়। কিন্তু এরপরও দমে যাননি ম্যান্ডেলা, সার্থক তার জীবন সংগ্রাম ।

ক) 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' এ প্রবন্ধকারের কোন মানসিকতা ফুটে উঠেছে?

খ) আমাদের এত অধঃপতন এর কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ) 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের ভদ্র সম্প্রদায়ের সাথে উদ্দীপকের শ্বেতাঙ্গদের মানসিকতার সাদৃশ্য দেখাও।

ঘ) "কৃষ্ণাঙ্গদের নেতা ম্যান্ডেলা এবং ছোটলোকদের নেতা মহাত্মা গান্ধী যেন এক ও অভিন্ন"- মূল্যায়ন করো।

উত্তর

ক) 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' এ প্রবন্ধকারের 'সাম্যবাদী মানসিকতা' ফুটে উঠেছে।

খ)

শ্রমজীবী নিচু স্তরের মানুষদের অবহেলা করে চলাই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ।

শ্রমজীবী মানুষদের শ্রম এর উপর আমাদের দেশের দশ আনা শক্তি নির্ভর করে। অথচ আমাদের দেশে অভিজাত তথা নিয়ন্ত্রক শ্রেণি সর্বদাই তাদের অবহেলা করে এসেছে। যেহেতু মূল শ্রমশক্তিই অবহেলিত, তাই আমরা অগ্রসর না হয়ে আরো পিছিয়ে যাচ্ছি। এরূপ নিচু মানসিকতায় আমাদের অধঃপতনের কারণ।

গ)

শ্রেণি বৈষম্যের কারণে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের ভদ্র সম্প্রদায়ের সাথে উদ্দীপকের শ্বেতাঙ্গদের মানসিকতা সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় সভ্যতার শুরু থেকেই শ্রেণি প্রথার উদ্ভব হয়েছে। প্রায় প্রতিটি সমাজ ও রাষ্ট্রে দুই শ্রেণি বিদ্যমান। একটি শ্রেণি নিয়ন্ত্রণকারী। যাদের রয়েছে অর্থ-সম্পত্তি ও প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা। অন্য শ্রেণিটি হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ শ্রেণিবৈষম্যের দিকটি প্রাবন্ধিক তুলে ধরেছেন। সমাজের অভিজাত শ্রেণি শ্রমজীবী মানুষকে হেয় ও নিচু বলে ভাবছে এবং সেই ভাবনা প্রসূত আচরণ করছে। অভিজাত শ্রেণির আচরণ এতটাই রূঢ় যে অবহেলিত ওই মানুষগুলোকে নিজেদের একই রক্ত মাংসে গড়া মানুষ বলে ভাবতেই কুণ্ঠিত হচ্ছে।

উদ্দীপকেও আমাদের সমাজের এই শ্রেণি বৈষম্যের চিত্রটি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রেণি বৈষম্যের চিত্রটি পৃথিবীজুড়েই অবগত। সেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা ৮৪% আর শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ১৬%। অথচ শ্বেতাঙ্গরাই ছিল সেই দেশটির নিয়ন্ত্রক শ্রেণি। তাই বলা যায় 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে ভদ্র সম্প্রদায় ও উদ্দীপকের শ্বেতাঙ্গদের মানসিকতা একই।

ঘ)

মানবতাবাদি দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের নেতা ম্যান্ডেলা এবং ছোটলোকদের নেতা মহাত্মা গান্ধী এক ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত শ্রেণির মানুষ যেমন সব যুগে সব রাষ্ট্রেই ছিল তেমনি এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সেই সমাজ ও রাষ্ট্রে অনেক মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের উপেক্ষিত মানুষদের জননেতা মহাত্মা গান্ধীর অবদানের কথা উপস্থাপিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর আভিজাত্যের গৌরব ছিল না, পদ গৌরবের আকাঙ্ক্ষা ও অহংকারও ছিল না। তিনি অনায়াসে প্রাণের মুক্ত উদারতা নিয়ে শোষিত মানুষদের আপন বক্ষে ধরে ভাই বলে ডেকেছেন। তার আহ্বানে কোন জাতিভেদ, ধর্মভেদ ও সমাজ ভেদ ছিল না।

উদ্দীপকে আরেক মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি শ্বেতাঙ্গদের দীর্ঘ শোষণের বিরুদ্ধে অবহেলিত নিপীড়িত কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে অধিকার আদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। শ্বেতাঙ্গ রাজশক্তির বিরুদ্ধে নেলসন ম্যান্ডেলা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। দীর্ঘ ২৮ বছর তাকে জেল খাটতে হয়, তবু দমে যাননি ম্যান্ডেলা। সার্থক তার জীবন সংগ্রাম, সার্থক তাঁর জীবন। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, কৃষ্ণাঙ্গদের নেতা ম্যান্ডেলা এবং ছোটলোকদের নেতা মহাত্মা গান্ধী যেন এক ও অভিন্ন চরিত্র।

কপোতাক্ষ নদ

বাংলার নদী কি শোভাশালিনী
কি মধুর তার কুল কুল ধ্বনি
দু'ধারে তাহার বিটপীর শ্রেণি
হেরিলে জুড়ায় হিয়া।

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কোন কাব্যটি?

খ. 'স্নেহের তৃষ্ণা' বলতে কী বোঝ?

গ. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার মূলভাবের সাথে উদ্দীপকের মূলভাবের সাদৃশ্য বর্ণনা কর।

ঘ. কপোতাক্ষ নদ কবিতার পরিণতির দিকটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত- বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক) মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

খ)

'স্নেহের তৃষ্ণা' বলতে কবিতা জন্মভূমি কপোতাক্ষ নদের অফুরান স্নেহের ধারা দ্বারা তৃষ্ণা মেটানোর আকাঙ্ক্ষাকে বুঝিয়েছেন।

সুদূর ইউরোপের ফ্রান্সে বসবাসকালে কবি অনেক দেশ ও নদনদীর সান্নিধ্যে এসেছেন, কিন্তু তার অন্তরের তৃষ্ণা মেটেনি। কেননা কবিরে তৃষ্ণা হল স্নেহের তৃষ্ণা, যা কেবল শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষের জলেই মিটতে পারে। এই কপোতাক্ষের জলে তৃষ্ণা নিবারণের আকাঙ্ক্ষাকে কবি 'স্নেহের তৃষ্ণা' বলে বুঝিয়েছেন।

গ)

কপোতাক্ষ নদ কবিতার মূলভাব নদীর অনুষঙ্গে দেশাত্মবোধক চেতনার দিকটি উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

জন্মভূমির প্রতি মানুষের ভালোবাসা সহজাত। জন্মভূমির প্রকৃতির মাঝে মানুষ লালিত-পালিত ও বিকশিত হয়ে উঠে। তাই জন্মভূমির প্রকৃতির প্রতিটি অনুষঙ্গকে ঘিরেই মানুষের ভালোবাসা শতধারায় উৎসারিত হয়।

কপোতাক্ষ নদ কবিতাটিতে কপোতাক্ষ নদকে কেন্দ্র করে স্মৃতিকাতরতার আবরণে কবির অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। শৈশবে কবি মধুসূদন কপোতাক্ষ নদের তীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। যখন তিনি ফ্রান্সে বসবাস করেন, তখন জন্মভূমির শৈশব- কৈশোরের স্মৃতি তাঁর মনে কাতরতা জাগিয়েছে। উদ্দীপকেও নদী অনুষঙ্গকে কেন্দ্র করে কবিমনের দেশাত্মবোধক চেতনাটিরই পরিস্ফূটনই ঘটেছে। বাংলা প্রকৃতির সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন অনুষঙ্গ হলো নদী। উদ্দীপক কবিতাংশের কবি কাব্যের ললিত ছন্দে দেশমাতৃকার নান্দনিক এই প্রাকৃতিক অনুষঙ্গটির রূপকীর্তন করেছেন। দেখা যাচ্ছে নদীকেন্দ্রিক মাতৃভূমির রূপবর্ণনা ও এর অন্তরালে জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা বোধের পরিস্ফুটনই উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটিতে ব্যক্ত হয়েছে। আর এখানেই ফুটে উঠেছে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতা ও উদ্দীপকের মূলভাবের সাদৃশ্য।

ঘ)

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার পরিণতি মাতৃভূমিতে কবির ফিরে আসতে না পারার আশঙ্কা ও ব্যাকুলতার দিকটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

উন্নত জীবনের মোহে অনেকেই দেশত্যাগ করে। প্রবাস জীবনে যখন প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে আগন্তুক মনে হয়, তখন দেশের সাদামাটা জীবনই বেশি কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে। প্রবাসের নিঃসঙ্গতায় দেশের স্মৃতিগুলো আরো গাঢ় হয়ে মনকে চঞ্চল করে তোলে।

কপোতাক্ষ নদ কবিতার প্রথম আট চরণে কবি কপোতাক্ষ নদের প্রতি স্মৃতিকাতর হয়েছেন। আর শেষ ছয় চরণে ভাবের পরিণতিতে প্রবাস জীবনে জন্মভূমিকে নিয়ে কবিমনের আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে। এই অংশে কবির মনে সন্দেহ জাগে, আর কি তিনি এই নদের দেখা পাবেন? নদের কাছে কবির সবিনয় মিনতি, বন্ধুভাবে তিনি যেমন কপোতাক্ষ নদকে স্মরণ করেন কপোতাক্ষও যেন একই প্রেমভাবে তাঁকে স্বস্নেহে স্মরণ করেন। উদ্দীপক কবিতাংশটুকুতে কোনো আক্ষেপ নেই, আছে শুধু উচ্ছ্বাস।

কপোতাক্ষ নদ কবিতাটির পরিণতির দিকটি উদ্দীপকে উপস্থিত নয়। কবিতাটির শুরুতে নদীকেন্দ্রিক যে ভাবোচ্ছাস পরিলক্ষিত হয় উদ্দীপক কবিতাংশটুকুতে সেই ভাবই আরও গভীরতর ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে। তবে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটির পরিণতিতে কবি মনে মাতৃভূমিতে ফিরে আসার যে আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে তা উদ্দীপকে দৃষ্টিগোচর নয়। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটির পরিণতির দিকটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

RAJSHAHI BOARD

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

আকবর হোসেন পৌর মেয়র। তিনি একজন জনদরদী নেতা। সমাজের নিচু তলার মানুষের সঙ্গে তার চলাফেরা বেশি। তিনি তাদের সুখ- দুঃখের সাথী। তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তা সংস্কার এবং নর্দমা পরিষ্কারের কাজ করেন। তিনি বলেন, এরাই আমার আসল শক্তি।

ক) 'দুর্দিনের যাত্রী' কোন ধরনের গ্রন্থ?

খ) লেখক 'ছোটলোক' সম্প্রদায় বলতে কি বুঝিয়েছেন?

গ) উদ্দীপকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ) 'এরাই আমার আসল শক্তি' উদ্দীপকে আকবর হোসেনের এই উক্তিটি 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

10 MINUTE SCHOOL

উত্তর

ক) দুর্দিনের যাত্রী একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ।

খ)

লেখক 'ছোটলোক' সম্প্রদায় বলতে উপেক্ষিত সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন।

আমাদের সমাজে অনেক শ্রেণি-পেশার মানুষ আছে যাদের উপর আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করে। অথচ আমরা তাদের উপেক্ষা করি। উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ দূর করা আবশ্যক। এই বিভেদ দূর করতে পারলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করবে। লেখক ছোটলোক বলতে সেই শ্রেণির সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন, যারা তথাকথিত আভিজাত-গর্বিত ভদ্র সম্প্রদায় কর্তৃক শোষণের শিকার হয়।

গ)

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত বক্তব্য উপেক্ষিত মানুষদের সাথে সমাজের উপরতলার মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার বিষয়টিই উদ্দীপকে পরিস্ফুট হয়েছে।

শ্রেণিবিভাজন করে মানুষদের বিভক্ত করা মানে কার্যকর শ্রমশক্তিকেই বিভাজ্য করা। এতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই ব্যাহত হয়। তাই দেশের উন্নয়নের স্বার্থেই সকল মানুষের শ্রেণি-দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করে এক হয়ে কাজ করা উচিত। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে সমাজ যাদের উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে, তাদের উপরই আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করছে বলে প্রাবন্ধিক মত প্রকাশ করেছেন।

উদ্দীপকের পৌরসভার চেয়ারম্যান আকবর হোসেন প্রাবন্ধিকের মতো একই মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ। তিনিও সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষদের উপেক্ষার দৃষ্টিতে তো দেখেনই না বরং গুরুত্ব দিয়েই তাদের সাথে মেশেন। তিনি সুবিধাবঞ্চিত এসব মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী। তাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তা সংস্কার এবং নর্দমা পরিষ্কারের কাজ করেন। তিনি একজন চেয়ারম্যান এবং পদাধিকারবলেই একজন সমাজকর্মী। তিনি অনুভব করেন যে, এই হতভাগ্য মানুষদের মাঝেই নিহিত রয়েছে সমাজের ধন্যাত্মক পরিবর্তনের মূলশক্তি। সুতরাং উদ্দীপকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের মূলবক্তব্য সমাজ ও রাষ্ট্রের ধন্যাত্মক পরিবর্তনে নিচু শ্রেণির মানুষকে সংযুক্ত করার বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ)

উদ্দীপক ও 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের আলোকে উপেক্ষিত বা নিচু তলার মানুষদের সম্পর্কে এটাই স্পষ্ট যে, এরাই দেশের আসল শক্তি।

একটি দেশের গণতন্ত্র ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, ধর্ম ও জাতিগত বিভেদ দূর করা আবশ্যক। তথাকথিত নিচু শ্রেণির মানুষদের সংখ্যা যেমন অধিক, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তনের মূল শক্তিও এদের মাঝেই নিহিত। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের সাম্যবাদী মানসিকতা ফুটে উঠেছে। প্রবন্ধটিতে দেশে যুগান্তর আনার মূল শক্তি সমাজে বারা অবহেলিত তাদের মাঝেই রয়েছে বলে প্রাবন্ধিক মত প্রকাশ করেছেন।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, একজন মেয়র হিসেবে নিজ এলাকার জনগণের জন্য কাজ করতে গিয়ে আকবর হোসেন যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছেন এই নিচু শ্রেণির মানুষগুলোই তার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূল নিয়ামক শক্তি। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রাবন্ধিকের সুস্পষ্ট ও দৃঢ় বক্তব্যে পরিষ্কার যে, আমাদের এই উপেক্ষিত মানুষদের হাতেই রয়েছে সমাজ-রাষ্ট্রের ধন্যাত্মক পরিবর্তন সূচনার মূল শক্তি।

অন্যদিকে, উদ্দীপকের পৌরসভার চেয়ারম্যান আকবর হোসেন পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে হাতে-কলমে টের পেয়েছেন যে, সমাজে নিচু বলে পরিচিত এসব মানুষের হাতেই রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের কার্যকর শক্তি। তাই প্রবন্ধ ও উদ্দীপকের আলোকে দ্বার্থহীনভাবেই বলা যায়, এই উপেক্ষিত বা হতভাগ্য মানুষগুলোই আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ তথা জাতির মূলশক্তি।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

কপোতাক্ষ নদ

লন্ডনে আসার মাস তিনেক হলো, পড়াশোনার চাপে এ দিকটায় আসাই হয়নি তানজিমের। আজ বিকালে এই প্রথম সে টেমস নদীর পাড়ে এলো। নদীর গতিশীল স্রোতের দিকে চোখ পড়তেই দুরন্ত শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত পদ্মাপাড়ের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। হঠাৎ লন্ডনের মতো অত্যাধুনিক শহর তার কাছে কেমন যেন বিষাদময় মনে হতে লাগল।

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত সালে পরলোকগমন করেন?

খ. "দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে"- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের তানজিমের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির কোন দিকটির সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার খণ্ডচিত্র মাত্র।"- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

উত্তর

ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৭৩ সালে পরলোকগমন করেন।

খ)

"দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে"- বলতে কবি কপোতাক্ষ নদকে জন্মভূমি তথা বাংলা মায়ের স্তনে দুধের স্রোতোরূপে কল্পনা করেছেন।

কপোতাক্ষ নদের তীরে কবির শৈশব কেটেছে। এ নদের সঙ্গেই ছিল কবির শৈশব মিতালি। প্রবাসজীবনের একাকিত্বের যন্ত্রণায় কবি কল্পনায় বারবার ফিরে যান তাঁর মাতৃভূমির কাছে। কপোতাক্ষের স্বচ্ছ স্রোতধারা কবির কল্পনায় বাংলা মায়ের দুধের ফোয়ারা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

গ)

আপন মাতৃভূমির শৈশব স্মৃতি উজ্জ্বল বিদেশ-বিভূঁইকেও ম্লান করে দেয়, উদ্দীপকের তানজিমের এমন অনুভূতি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক।

মাতৃভূমি, শৈশব, প্রিয় নদী এবং দুবন্তপনা- এই চার মিলে যে মধুরক্ষণ তার তুলনা কোথাও নেই। আলো ঝলমলে শহরের তারুণ্য বা যৌবনও সেই মায়াময় শৈশবের দিনগুলোর কাছে তুচ্ছ। তাইতে আপনগন্ডির মাঝে সুখে-সাচ্ছন্দ্যে সময় কাটিয়েও মানুষ স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। মধুর স্মৃতিগুলো থেকেই সুখ হাতড়াতে চায়।

কপোতাক্ষ নদ কবিতায় কবির স্মৃতিকাতরতার আবরণে অতুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। শৈশবে মধুসূদন কপোতাক্ষ নদের ভীরে, প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। যখন তিনি ফ্রান্সে বসবাস করেন, তখন জন্মভূমির শৈশব কৈশোরের স্মৃতি তাঁর মনে কাতরতা জাগায়। দূরে বসেও তিনি শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদের কপকল ধ্বনি শুনতে পান। উদ্দীপকের তানজিমের পরিস্থিতি অনেকটা কবির। লন্ডনে অবস্থানকালীন তানজীম টেমস নদীর পাড়ে এসে নদীটির গতিশীল স্রোতের দিকে তাকাতেই স্মৃতিবিহ্বল হয়ে পড়েন। দুরন্ত শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত পদ্মার পাড়ের দিনগুলোর কথা তার পড়ে যায়। সুতরাং শৈশবের মধুর সমৃতির কাছে উজ্জ্বল বিদেশ বিভুঁই হয়ে পড়ে ম্লান- 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটির এ বক্তব্যটিই উদ্দীপকে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ঘ)

পূর্ণাঙ্গ ভাব প্রকাশের বিচারে উদ্দীপকটি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটির খণ্ডচিত্র মাত্র।

প্রবাস জীবনে মানুষ আপন মাতৃভূমির প্রতি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। সেই স্মৃতিগুলো জন্মভূমির নানা অনুষঙ্গের মাঝে আপন অস্তিত্বের সাজ লীন হয়ে চোখের কোণে এসে জমে যায়। তখন মানুষ আপন বর্তমান বলয়ে সুখের বা দুঃখের যেমনই হোক না কেন, তা থেকে মুক্ত হয়ে সে স্মৃতি রোমন্থনে প্রয়াসী হয়।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটির মাধ্যমে কবি স্বদেশের জন্য হৃদয়ের কাতরতা বঙ্গবাসীদের কাছে ব্যক্ত করেন। প্রবাসজীবনে জন্মভূমির শৈশব-কৈশোরের বেদনাবিধুর স্মৃতি কবির মনে কাতরতা জাগায়। কপোতাক্ষও যেন একই প্রেমভাবে তাঁকে স্বস্নেহে স্মরণ করে। অন্যদিকে উদ্দীপকে শুধু কপোতাক্ষ নদ সনেটটির প্রথম অষ্টকের ভাবটি এসেছে। উদ্দীপকের তানজিম আলো ঝলমলে অত্যাধুনিক লন্ডন শহরে থেকেও শৈশবের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। টেমস নদীর স্রোত দেখে তার পদ্মাপাড়ের দুরন্ত দিনগুলোর কথা মনে পড়েছে। আর সে বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছে।

উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কপোতাক্ষ নদ কবিতাটি চতুর্দশপদী কবিতা। এর প্রথম অষ্টকে রয়েছে ভাবের প্রবর্তনা এবং পরবর্তী ষষ্টকে রয়েছে ভাবের পরিণতি। তবে উদ্দীপক গদ্যাংশটুকুর ভাব একটিই। 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটির ভাবের প্রবর্তনা অংশে রয়েছে প্রবাস জীবনে শৈশব-কৈশোরের বেদনা-বিধুর স্মৃতিকাতরতা এবং ভাবের পরিণতি অংশে রয়েছে আর কখনো প্রিয় নদটির সাথে দেখা হবে কিনা সে অনিশ্চয়তা ও একটি প্রার্থনা, নদটি যেন তাঁকে স্বস্নেহে স্মরণ করে। অন্যদিকে উদ্দীপকে কবিতাটির প্রথম ভাব প্রবাসজীবনে শৈশবের নদীকেন্দ্রিক কাতর অনুভবের বিষয়টিই এসেছে। সুতরাং যৌক্তিকভাবে বলা যায়, উদ্দীপকটি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটির খণ্ডচিত্র মাত্র।

CHITTAGONG BOARD

বই পড়া

গ্রামের ডানপিটে ও দুষ্টু ছেলেদের দেখে স্কুলের নতুন স্যার তাদের একটি পাঠাগার গড়ার পরামর্শ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে স্কুলের একটি অব্যবহৃত কক্ষ পাঠাগারে পরিণত হলো। নতুন স্যারের তত্ত্বাবধানে ঐসব ছেলেদের মাটির ব্যাংকে জমানো টাকায় পাঠাগার বিভিন্ন স্বাদের বইয়ে ভরে উঠল। ধীরে ধীরে ওরা সহ গ্রামের অনেকে বই পড়ায় আগ্রহী হয়ে উঠল।

ক) প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী ছিল?

খ) 'পাশ করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়'- বুঝিয়ে লেখ।

গ) নতুন স্যারের চেতনাবোধ 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন চেতনাকে সমর্থন করে?- ব্যাখ্যা করো।

ঘ) গ্রামের ছেলেদের মানসিক পরিবর্তনের দিকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম বীরবল।

খ)

পাস করে বিভিন্ন সার্টিফিকেট অর্জন করার মাধ্যমে আমরা একজন শিক্ষিত মানুষ রূপে তৈরি হতে পারি। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত হওয়ার জন্য বা প্রকৃতরূপে জ্ঞানী হওয়ার জন্য এই পাস করা বা এই সার্টিফিকেট অর্জনই শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এর জন্য নিজের মনকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে হয়।

কিছু বিষয় মুখস্থ করে বা জেনে পাশ করা সম্ভব। কিন্তু শিক্ষিত হতে হলে সেই নির্দিষ্ট বিষয়কে আত্মস্থ করে নিজের মনকে জাগ্রত করতে হয়। মনকে জীবন ও জগতের দিকে জাগাতে না পারলে শিক্ষা অর্জন অসম্ভব। আবার যে শিক্ষা শিক্ষার্থীর মন-মননকে বিকশিত করতে পারে না, তাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। তেমনিভাবে মনের বিকাশ সাধিত হলে ব্যক্তি পাশ না করেও শিক্ষিত হতে পারেন। তাই বলা যায় পাস করা এবং মনের দিক থেকে শিক্ষিত হওয়া এক কথা নয়।

গ)

উদ্দীপকের নতুন স্যারের উপলব্ধি বা চেতনাবোধের সাথে বই পড়া প্রবন্ধের লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার চেতনা একই সূত্রে গাঁথা।

আর্থিক কিংবা মানসিক যে কোনো উন্নতির জন্য জ্ঞান লাভ অত্যন্ত জরুরি। আর জ্ঞান লাভের জন্য পড়তে হবে বই, করতে হবে সাহিত্যচর্চা। একমাত্র সাহিত্যচর্চায় আমাদের মনের বিকাশকে উৎকৃষ্ট করতে পারে। তারাই প্রকৃত অর্থে উন্নতি লাভ করে যারা স্কুলের বাইরে নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষা অর্জন করে।

'বই পড়া' প্রবন্ধে দেখা যায়, বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণে এবং জ্ঞান বিতরণের একমাত্র উপায় লাইব্রেরি গড়ে তোলা। লাইব্রেরি অনেকটা মনের হাসপাতালের মতো। তা মনকে পরিচর্যা করে। সে কারণে স্কুল-কলেজের চেয়ে লেখক লাইব্রেরিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সুশিক্ষিত হওয়ার জন্য স্বশিক্ষিত হতে হবে। আর এজন্য লাইব্রেরিই একমাত্র ভরসা। কোনো স্কুল-কলেজ একজন শিক্ষার্থীকে যে শিক্ষা দিতে পারে না সে শিক্ষা একজন শিক্ষার্থী লাইব্রেরির মাধ্যমে সঞ্চয় করতে পারে। উদ্দীপকের নতুন স্যার তাঁর ছাত্রদের একটি পাঠাগার গড়ার পরামর্শ দেন। ছাত্ররা নিজেদের জমানো টাকা দিয়ে স্কুলের একটি অব্যবহৃত কক্ষে পাঠাগার তৈরি করে। আদর্শ শিক্ষক বলেই তিনি তাঁর ছাত্রদের বুঝিয়েছেন যে, অর্থ সঞ্চয় করে সম্পদশালী হওয়ার চেয়ে পাঠাগার গড়ে তোলাই অধিক জরুরি। তাই নতুন স্যারের চেতনাবোধ 'বই পড়া' প্রবন্ধের লাইব্রেরি গড়ে তোলার চেতনাকে সমর্থন করে বলে আমি মনে করি।

ঘ)

গ্রামের ডানপিটে ও দুষ্টু ছেলেদের মানবিক পরিবর্তনের বিষয়টি বই পড়া প্রবন্ধে লাইব্রেরির সুফল ও প্রয়োজনীয়তা দিকটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

প্রত্যেক ছাত্র তথা প্রত্যেক মানুষের জন্য লাইব্রেরির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ লাইব্রেরির বইগুলোতে সংরক্ষিত থাকে যুগ-যুগান্তের চিন্তা, সাধনা আর সৃজনশীল কীর্তি। বই পড়া প্রবন্ধে বলা হয়েছে, লাইব্রেরির মূল সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা হাসপাতালের চেয়ে কিছু কম নয়। কেননা লাইব্রেরি আমাদের মনমানসিকতার উন্নতি ও মনোজগতের পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। মনকে সতেজ, সুস্থ ও সবল রাখার জন্য, মন বা আত্মার তুষ্টির জন্য বই পড়া দরকার। বই কেবল জ্ঞান লাভে সহায়ক নয়, বই মানুষকে উদারতা, মহত্ব, বিনয়, সহযোগিতা, সহানুভূতি, ক্ষমা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে অনুপ্রাণিত করে। মানুষের গতানুগতিক চিন্তা, ধর্মান্ধতা, অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার দূর করে সুখ-শান্তিময় পরিবার তথা সমাজ গঠনে শিক্ষকও হাসপাতালের ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে গ্রামের বিদ্যালয়ে গড়ে ওঠা পাঠাগার থেকে বই নিয়ে পড়ে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিষয়গুলোতে জ্ঞান অর্জন করে গ্রামের ছাত্ররা নিজেদের জ্ঞানের স্পৃহা কে আরো বিকশিত করতে পারছে। এতে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন যেমন হচ্ছে ঠিক তেমনই বিভিন্ন মানবিক গুণাবলী বিকাশেও এই বই তথা লাইব্রেরি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। কাজেই মানুষের মন-মানসিকতার উন্নতি সাধনে পাঠাগার বা লাইব্রেরির ভূমিকা অসীম।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

কাকতাড়ুয়া

সোহাগী অনেক বছর ধরে কাজ করছে রেশমা খাতুনের বাসায়। সংসারের সমস্ত কাজ সে নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। আজ বাড়িতে বিদেশ থেকে অনেক মেহমান আসবে তাই সকাল থেকে সোহাগীকে রান্না করতে হচ্ছে। রান্নায় ঝাল- মসলা বেশি হওয়ায় মেহমানের খেতে একটু অসুবিধা হয়। এতে রেশমা খাতুন রেগে সোহাগীকে ঘর থেকে বের করে দেয়। সোহাগীকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখে পাশের বাড়ির সুরাইয়া বানু তাকে আশ্রয় দেয়।

ক. বুধা বুকের ভেতর কী ধরে রেখেছে?

খ. 'তোকে দেখেই বুঝতে পারছি দেশটা স্বাধীন হবে'- আলির একথা বলার কারণ কী?

গ. উদ্দীপকের সোহাগীর সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের ফুলকলির সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনাবলি বর্ণনা কারো।

ঘ. ঘটনাগত সাদৃশ্য থাকলেও সুরাইয়া বানু 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠাতে পারেনি? মূল্যায়ন করো।

উত্তর

ক) বুধা বুকের ভেতর মুক্তিযুদ্ধ ধরে রেগেছে।

খ)

বুধার স্বাধীনতার চেতনা ও দেশাত্মবোধের দিকটি বিবেচনায় আলি প্রশ্নোক্ত কথাটির অবতারণা করেছে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বাঙালির ওপর চালানো নৃশংস হত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে বুধার মতো কিশোর রুখে দাঁড়ায়। এটা দেখে আলির মতো মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীনে আরও বেশি উৎসাহী ও সাহসী হয়। বুধাকে নিজের শক্তি মনে করে আলি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

গ)

অমানবিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের সোহাগীর সাথে কাকতাড়ুয়া উপন্যাসের ফুলকলির সাদৃশ্য নির্মিত হয়।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের ফুলকলি গাঁয়ের রাজ্যকার কমান্ডারের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করে। একদিন রাজাকারের বাড়িতে আগুন লাগলে রাজাকার ফুলকলিকে পিটিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তার ধারণা কাজের মেয়েটির অসতর্কতার কারণেই বাড়িতে আগুন লাগে। বিনা দোষে ফুলকলিকে নির্যাতিত হতে হয় রাজাকারের হাতে।

উদ্দীপকের সোহাগীও রেশমা খাতুনের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করে। সংসারের যাবতীয় কাজ তাকেই সম্পাদন করতে হয়। বাড়িতে মেহমান আসার কারণে তার কাজও বেড়ে যায়। অসতর্কতাবশত রান্নায় ঝাল বেশি হওয়ায় সোহাগীকে ঘর থেকে বের করে দেয় রেশমা খাতুন। আলোচ্য উপন্যাসের ফুলকলিও এমন নির্যাতনের শিকার হয়।

বিনা দোষে যে কোনো শাস্তি তাদের মাথা পেতে নিতে হয়। এ দিক থেকে উদ্দীপকের সোহাগীর সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের ফুলকলির সাদৃশ্য আছে।

ঘ)

অসহায়ের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের দিক থেকে উদ্দীপকের সুরাইয়া রানুর সাথে বুধার সাদৃশ্য থাকলেও বুধা চরিত্র আরও অনেক বেশি সার্থক।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা বাংলাদেশের কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি। উপন্যাসে প্রথমে তাকে আমরা স্বাধীনভাবে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো আত্মপ্রত্যয়ী বালক হিসেবে দেখতে পাই। এছাড়া সময়ের পট পরিবর্তনে সে হয়ে ওঠে সাহসী মুক্তিযোদ্ধা।

উদ্দীপকের সুরাইয়া বানুকে আমরা দেখি সহানুভুতিসম্পন্ন চরিত্র হিসেবে। পাশের বাড়ির রেশমা খাতুনের গৃহকর্মী রাস্তায় কাঁদতে দেখে তাকে আশ্রয় দেয়। রেশমা বানু যেখানে সোহাগীকে সামান্য ভুলের কারণে বাড়ি থেকে বের দিয়েছে, সেখানে সুরাইয়া বানু তার ভুলের কারণে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, সেখানে সুরা্ইয়া বানু তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে।

কাকতাড়ুয়া উপন্যাসের বুধা এক সাহসী কিশোর মুক্তিযোদ্ধ। তার সাহসিকতা অতুলনীয় ও নিঃসন্দেহে প্রর্শসনীয়। বুধা উপন্যাসের প্রথমে ছন্নছাড়া জীবন যাপনেই আমাদের সামনে উঠে এসেছিল। কিন্তু উপন্যাসের সার্বিক প্রেক্ষাপটে আমরা তাকে সাহসী মুক্তিযোদ্ধ হিসেবে দেখতে পাই। অকুতোভয় বুধা দেশের জন্য যুদ্ধে নামে। তার মতো মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানেই আমরা পেয়েছি স্বাধীন দেশ। গৃহকর্মী ফুলকলিকে রাজাকার কমান্ডার মেরে বের করে দিলে বুধা তাকে সান্তনা দেয়, ক্ষতস্থানে লাগানোর জন্য মলম দেয়। উদ্দীপকের সুরাইয়া বানু সোহাগীর পাশে দাঁড়ালে বুধার মতো সাহসী কোনো উদ্যোগ নিতে দেখি না তাকে। বুধা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি, যার প্রেক্ষিতে সুরাইয়া বানু বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

JESSORE BOARD

মমতাদি

দারিদ্র্যের কারণে নিলুফা বেশি পড়াশোনা করতে পারেনি। এসএসসি পাস করে সে একটি হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে কাজ করে। কাজের প্রতি তাঁর দায়িত্বশীলতা দেখে প্রতিষ্ঠান প্রায় সবাই তার প্রশংসা করেন। তবে মাঝে মাঝে কারো কটু কথা শুনলে তার মনে খুব দুঃখ লাগে। সে মর্মাহত হয়।

ক) মমতাদির বয়স কত?

খ) মমতাদি লেখকদের বাড়িতে কাজ নিয়েছে কেন বুঝিয়ে লেখ?

গ) উদ্দীপকের নিলুফা ও মমতাদি গল্পের মমতাদির চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ) "উদ্দীপকের বিষয়বস্তু মমতাদি গল্পের সামগ্রিক ভাবতে ধারণ করে না।"- যুক্তি সহকারে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর

ক) মমতাদির বয়স ২৩ বছর।

খ)

সংসারের অভাব মেটানোর জন্য মমতাদি লেখকের বাড়িতে কাজ নিয়েছিল।

মমতাদি এক ব্রাহ্মণকন্যা। স্বামী আর একটি ছেলে নিয়ে তার সংসার। স্বামীর চার মাস ধরে চাকরি নেই। সংসারে অভাব অনটনের দেখা দিয়েছে। সংসার স্বাভাবিক ভাবে চলছে না তাই ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে পর্দা ফেলে উপার্জনের জন্য বাইরে এসে লেখকের বাড়িতে কাজ নিয়েছিল।

গ)

কর্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদাবোধের দিক থেকে নিলুফা ও মমতাদি চরিত্র দুইটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

সমাজে ভারসাম্যহীনতার কারণে অনেক সময় উচ্চবংশীয় মানুষেরা আর্থিক দৈন্যের শিকার হলেও আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে।

মমতাদি গল্পে মমতাদি এক ব্রাহ্মণকন্যা। স্বামী ও একটি ছেলে নিয়ে তার সংসার। স্বামীর চার মাস ধরে চাকরি নেই। সংসারের অভাব দূর করার জন্য ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে হয়েও পর্দা ঠেলে বাইরে এসে অন্যের বাড়িতে কাজ নেয়। সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ঘরকন্যার কাজ করে। সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মমতাদি তার আত্মর্যাদা রক্ষায় খুব সচেতন।

গৃহকর্ত্রীর সন্তানকে সে আদর করে নিজ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য। উদ্দীপকেও আমরা দেখছে পাই, দারিদ্রের কারণে মাত্র এস.এস.সি পাস করেই নিলুফা হাসপাতালে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে কাজ নেয়। কাজের প্রতি একনিষ্ঠতা দেখে সবাই তার প্রশংসা করে। গরিব হলেও নিলুফার মধ্যে আত্মর্যাদাবোধ প্রবল। কারো কটু কথা শুনলে সে খুব মর্মাহত হয়। এভাবেই মানুষ হিসেবে কর্তব্যপরায়ণতা ও আত্মর্যাদাবোধ নিলুফা ও মমতাদিকে একই মেরুতে দাঁড় করিয়েছে।

ঘ)

মমতাময়ী চরিত্র, দায়িত্বশীল মা ও উচ্চবংশের আত্মর্যাদাবোধের দিক থেকে উদ্দীপকের বিষয়বস্তু মমতাদি গল্পের সামগ্রিক ভাব ধারণ করে না।

কর্তব্যবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, মানুষকে সহজে আপন করে নেওয়া, নিজের বংশ মর্যাদা রক্ষা করে চলা মানুষের মৌলিক মানবীয় গুণ। এসব গুণ কেবল বিত্তশালীদের নয়, দরিদ্রদের মাঝেও পরিদৃষ্ট হয়।

মমতাদি গল্পের মমতাদি এক উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণকন্যা। স্বামী সন্তান নিয়ে তার একটি সংসার আছে। চার মাস ধরে স্বামী চাকরি না থাকায় পরিবারের অর্থ কষ্ট দূর করার জন্য মমতাদি পর্দা ঠেলে বাইরের মানুষের বাড়িতে ঘরকন্যার কাজ নেয়। কাজের অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে মমতাদি সবার প্রিয় হয়ে ওঠে। আবার তার স্নেহময় মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় গৃহকর্ত্রীর শিশুসন্তানকে অকৃত্রিম স্নেহাদনের মধ্য দিয়ে।

মমতাদি একজন স্নেহময়ী মা, নিজের স্বামী সন্তানের আহারাদিয় ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। নিজের আত্মমর্যাদার রক্ষায় মমতাজের স্বামী ত্রুটি গোপন রাখে। স্বামী চাকরি হওয়ার পর ও পড়ে গৃহে কাজ ছাড়তে পারেনি মায়ার বন্ধন এর কারণে। উদ্দীপকে নিলুফার চরিত্রে আমরা এত গুণ ও ঘটনাবলী সাক্ষাৎ পাইনা। এখানে কেবল নিলুফার দারিদ্রতা, চাকরি করা,কর্তব্য নিষ্ঠা ও কারো কথায় ব্যথিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। মমতাদির মত উচ্চ বংশ, স্বামী সন্তানের দায়িত্ব পালন, গৃহকর্ত্রীর সন্তানকে স্নেহ করা, অন্য পরিবারকে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে নেওয়ার চিত্র উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যৌক্তিক।

BARISAL BOARD

মমতাদি

বিয়ের ৬ মাস পর নাজমার স্বামী মারা যায়। সন্তানহীন নাজমা সংসারের অভাব আছে বলেই মর্যাদাসম্পন্ন নারী হয়েও কবির সাহেবের বাড়িতে কাজ নেয়। কবির সাহেবের মাতৃহারা শিশুর সন্তান রনি ও রানাকে নাজমা সন্তানস্নেহে লালন পালন করে। কবির সাহেবের সংসার এই স্বর্গ সুখ এনে দিয়েছে নাজমা।

ক) গৃহকর্মে মমতাদি মাইনে কত টাকা ঠিক করা হয়েছিল?

খ) "বেশি আস্কারা দিও না। জ্বালিয়ে মারবে।"- ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকের নাজমা 'মমতাদি' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) "উদ্দীপকের কবির সাহেবের পরিবারে স্বর্গ সুখ এনে দিতে নাজমার যে ভূমিকা ছিল তা মমতাদি গল্পের মূলভাবকে ধারণ করে"। - যৌক্তিক মতামত দাও।

উত্তর

ক) গৃহকর্মে মমতাদির মাইনে পনের টাকা ঠিক হয়েছিল।

খ)

'বেশি আস্কারা দিও না, জ্বালিয়ে মারবে- মা মমতাদিকে গল্প কথকের দুরন্তপনা ও চঞ্চলতার কারণে একথা বললেন।

মমতাদি গল্পের কথক সয়ং লেখক। গল্পের কথক ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত আর চঞ্চল ছিলেন। তিনি সারাদিন কথা বলতে পারতেন। মমতাদির সাথে তার ভালো ভাব হয়। তাই গল্প কথকের মা কথকের দুরন্তপনা ও চঞ্চলতার কারণে মমতাদিকে বেশি আস্কারা দিতে নিষেধ করেন।

গ)

উদ্দীপকের নাজমা 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি চরিত্রের প্রতিচ্ছবি।

উদ্দীপকে নাজমা এবং 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি দুজনই অন্যের সংসারে কাজগুলো এবং মানুষগুলোকে আপন করে নিয়েছে। তাই তারা একে অপরের প্রতিচ্ছবি।

উদ্দীপকের স্বামীহারা নাজমা অভাবের তাড়নায় মর্যাদাসম্পন্ন নারী হয়েও কবির সাহেবের বাসায় কাজ নেয়। নাজমা কবির সাহেবের মাতৃহারা শিশুসন্তান রনি ও রানাকে মাতৃস্নেহে লালন পালন করে। কবির সাহেবের সংসারে স্বর্গ সুখ এনে দেয়। অনুরূপ ঘটনায় 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির চরিত্রের প্রকাশমান। মমতাদি বাড়ির সব মানুষের মন জয় করে তার কাজের মাধ্যমে এবং সবাইকে আপন করে নেয়। এভাবে নাজমা এবং মমতাদি উভয়ই একে অপরের প্রতিরূপ হিসেবে অবস্থান করে।

ঘ)

উদ্দীপকে কবির সাহেবের পরিবারের স্বর্গ সুখ এনে দিতে নাজমার ভূমিকা মমতাদির ভূমিকার অনুরূপ ছিল বলে তা গল্পের সমগ্র মূলভাব কে ধারণ করে।

মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মনুষ্যত্ব বা মানবিকতার। মানবিকতার বলে মানুষ অন্যের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পায়। মমতাদি গল্পের মমতার চরিত্রে এই মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে দেখতে পাই নাজমা কবির সাহেবের এবং পরিবারের কাজগুলোকে আপন করে নিয়েছে। কবির সাহেবের পরিবারের সদস্যরাও নাজমা কে আপন করে নিয়েছে মানবিকতার খাতিরে। নাজমার এই আন্তরিক ভূমিকা আমরা খুঁজে পাই মমতাদি গল্পের মূলভাবে। মমতাদিও অন্যের বাড়িতে কাজ নেয়। সে তার মনিবের বাড়ির সমস্ত কাজ আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করে এবং বাড়ির মানুষগুলোর মন জয় করে নেয়।

'মমতাদি' গল্পে মমতাদি লেখক কে খুবই আদর যত্ন করত। কাজের ফাঁকে ভাই-বোনের দুঃখসুখের বিনিময় হত। যার ফলে গল্পের মূলভাব ফুটে উঠেছে মানবিকতাবোধ। উদ্দীপকের নাজমা এবং কবির সাহেবের সন্তান রনি ও রানাকে আপন সন্তানের স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছেন। ফলে কবির সাহেবের পরিবারে এসেছে স্বর্গসুখ । তাই বলা যায়, নাজমার এই ভূমিকায় মমতাদি গল্পের সমগ্র মূলভাব কে ধারণ করে।

জীবন সঙ্গীত

দুঃসাহসী চারজন মুসা ইব্রাহীম, নিশাত মজুমদার, এম. এ মুহিত ও ওয়াসফিয়া নাজরিন। ওদের স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়ার। ওরা বের হয়েছে হিমালয় জয়ের উদ্দেশ্যে। অনেক বাধা এসেছিল। অনেকেই ওদের যাওয়াটা সমর্থন করছিল না। ছিল মৃত্যুর আশঙ্কা। সবার কথাকে অগ্রাহ্য করে, বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে, তারা দুর্জয়কে জয় করেছে।

ক. বীর্যবান শব্দের অর্থ কী?

খ. 'স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে জীবন-সঙ্গীত" কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে চার দুঃসাহসীর দুর্জয়কে জয় করা যুক্তিসঙ্গত।– "জীবন-সঙ্গীত" কবিতা অবলম্বনে বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক) বীর্যবান শব্দের অর্থ শক্তিমান।

খ)

স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে'- বলতে বোঝানো হয়েছে মহাজন মহাজ্ঞানীরা যে মহৎ কাজ করে গিয়েছেন তাদের দেখানো পথে চলতে।

সমাজের জ্ঞানী-গুণী মানুষ সব সময়ই অনুকরণীয়। তাদের চলার পথ আমাদের জন্য অবশ্য লক্ষণীয়। সে পথ লক্ষ করে চললেও আমাদের থাকতে হবে স্বকীয়তা। আমাদের নিজের ভালো কাজের নিশানা উড়িয়ে আমরাও বরণীয় হতে পারি।

গ)

উদ্দীপকে জীবন-সঙ্গীত' কবিতার দুর্বার অভিযানে ভয় না পেয়ে দৃঢ়তার সাথে সামনে এগিয়ে চলার দিকটি ফুটে উঠেছে ।

সভ্যতার শুরুই হয়েছিল সমাজ সংসারকে ভিত্তি করে। কিন্তু এ সমাজেই মানুষ নানা প্রতিবন্ধকতায় ভোগে। এ কারণে সংসারকে যুদ্ধক্ষেত্র বলা হয়। মূলত এ যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি নয়, বরং বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগে শান্তিপূর্ণভাবে বিজয় লাভ করতে হয়।

উদ্দীপকের মুসা ইব্রাহীম, নিশাত মজুমদার, এম.এ. মুহিত ও ওয়াসফিয়া নাজরিন আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখে। তারা হিমালয় জয় করতে চায়। কিন্তু অনেকেই তাদের এই চাওয়াটাকে সমর্থন করে না। তাদের পথে অনেক বাধা আসে। কিন্তু তারা সবার কথাকে অগ্রাহ্য করে সকল বাধা অতিক্রম করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। জীবন-সঙ্গীত কবিতার কবিও এই জীবনযুদ্ধের কথা বলেছেন। কবির মতে, সংসার সমরাঙ্গন। এখানে দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করতে হবে। সংর নামক রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে প্রতিষ্ঠা পেলেই মহিমার সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে জীবন-সঙ্গীত কবিতার কবির মতামতের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ)

মানবজীবন সমরাঙ্গের ন্যায়। তাই জীবন সঙ্গীত কবিতার আলোকে উদ্দীপকের চার দুঃসাহসী দুর্জয়কে জয় করা যুক্তিসঙ্গত।

প্রতিমুহূর্তে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। নানান প্রতিকূলতা ও বাধা জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। কিন্তু এতে হতাশ হলে চলবে না। কেননা কিছুই এখানে সহজলভ্য নয়।

উদ্দীপকের মুসা ইব্রাহিম, নিশাত মজুমদার, এম এ মুহিত, ওয়াসফিয়া নাজরীন আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখেন। তারা হিমালয় কে জয় করতে চায়।এই চার দুঃসাহসের দুর্জয়কে জয় করার পথে নানান প্রতিবন্ধকতা আসে। কিন্তু তারা দৃঢ় মনোবল নিয়ে দুর্জয় কে জয় করে। জীবন সঙ্গীত কবিতায় কবি দৃঢ় মনোবল নিয়ে জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলেছে।

মানুষকে পৃথিবীতে লড়াই ও সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। জীবনে বাধা বিঘ্ন, ঘাত-প্রতিঘাত আসবেই। দৃঢ় মনোবল নিয়ে এসব সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে, তবেই আসবে বিজয়। যেমনি ভাবে উদ্দীপকের চার দুঃসাহসী দৃঢ় মনোবল নিয়ে দুর্জয় কে জয় করেছে। তারা কোনো বাধা-নিষেধ না মেনে হিমালয় জয় করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চার দুঃসাহসীর দুর্জয়কে জয় করা যুক্তিসঙ্গত।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

COMILLA BOARD

মমতাদি

সুমন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে। সে মেধাবী ছাত্র, কিন্তু পরিবারের অসচ্ছলতায় তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়েছে একটি ঘড়ির দোকানে কাজ নেয়। সুমন দোকানে যাওয়ার পরই ওই দোকানের বেচা কেনা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে দোকানের মালিক জহির এর বিশ্বস্ত লোক হিসেবে জায়গা করে সুমন।

ক) মমতাদির মাইনে কত ঠিক হয়েছিল?

খ) মমতাদির পর্দা ঠেলে উপার্জনের জন্য বাইরে আসার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকের সুমনের দায়িত্ববোধ 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির কোন গুণকে প্রতীকায়িত করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) 'মমতাদি গল্পের মমতাদির আত্মসম্মানবোধ উদ্দীপকের সুমন এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে'- মন্তব্যটি যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক) মমতাদির মাইনে ঠিক হয়েছিল ১৫ টাকা।

খ)

অভাবের তাঁড়নায় মমতাদি পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছেন।

অভাব সর্বভূক, সর্ব-পর্দাহরণকারী। মমতাদি হিন্দু সভ্যতার সর্বোচ্চ সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান ব্রাহ্মণ ঘরের একজন নারী। বর্তমানে অভাবের ঘুণপোকা মমতাদির সংসারে বাসা বেঁধেছে। সম্মান, ভদ্রতা, লাজ ও আত্মমর্যাদা বিনাশী সেই অভাব থেকে মুক্তি পেতে মমতাদি ব্রাহ্মণ নারীদের অন্তঃপুরে থাকার প্রথা ভঙ্গ করে বাইরে এসে উপার্জনের চেষ্টা করেছেন।

গ)

উদ্দীপকের সুমনের দায়িত্ববোধ 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির কর্তব্যকর্মে সততা ও দক্ষতার গুণটিকে প্রতীকায়িত করে।

সমাজ জীবনে মানুষ একান্ত ব্যক্তিগত কাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গেও তাকে সংশ্লিষ্ট থাকতে হয়। উদ্দীপক ও 'মমতাদি' গল্পে এমন দু'জন কর্তব্যকর্মে সৎ ও দক্ষ ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের সুমন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে, তাই সে মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও একটি ঘড়ির দোকানে কাজ নেয়। দোকানের প্রতিটি কাজ সুমন খুব সাবধানতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। যার ফলে দোকান মালিক জহিরের কাছে সুমন বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি মর্যাদাসম্পন্ন ঘরের নারী হয়েও সংসারের অভাব দূর করার জন্য অপরের বাড়িতে কাজ নেয়। সে যে বিষয়ের উপদেশ পায় পালন করে, যে বিষয়ে পায় না নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে।

তার কাজের শৃঙ্খলা ও সততা দেখে বাড়ির সবাই খুশি। উদ্দীপকের সুমনের দায়িত্ববোধ মমতাদির এ দিকটিকেই প্রতীকায়িত করে।

ঘ)

'মমতাদি' গল্পের মমতাদির আত্মসম্মানবোধ উদ্দীপকের সুমনের মধ্যে বাস্তবিকই প্রকাশিত হয়েছে।

অভাব মানুষকে মহান নয়, মরিয়া করে তোলে। অভাব বড় গ্লানিময়, যাতনার ও কষ্টের। অভাবগ্রস্ত মানুষ তাই অভাব থেকে বাঁচতে অনেক সময় নানা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক কাজ করে।

উদ্দীপকের সুমন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে। কিন্তু সে মেধাবী ছাত্র। পরিবারিক প্রয়োজনে পরের দোকানে কাজ নেয়। সুমন অভাবের তাড়নায় দোকানে কাজ করতে এলেও সে তার আত্মসম্মানবোধ ত্যাগ করেনি। তার সততা এবং কর্মদক্ষতাই তার আত্মসম্মানবোধের পরিচয় বহন করে।

'মমতদি' গল্পের মমতাদি অভাবের তাড়নায় মর্যাদাসম্পন্ন ঘরের নারী হয়েও লেখকের বাড়িতে কাজ নেয়। লেখক তাকে দিদির সম্মান ও ভালোবাসা প্রদান করেন। লেখকের মা তাকে কন্যাজ্ঞানে 'মা' বলে সম্বোধন করেন, যা সম্ভব হয়েছে মমতাদির আত্মসম্মানবোধের কারণেই। মমতাদির এই আত্মসম্মানবোধই আমরা দেখতে পাই উদ্দীপকের সুমনের চরিত্রে।

সুমনও শত অভাবের মধ্যে থেকে অন্যের দোকানের কাজে সততা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সে দোকান মালিকের কাছে বিশ্বস্ততা অর্জন করেছে। তাই মমতাদি গল্পের মমতাদির আত্মসম্মানবোধ উদ্দীপকের সুমনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।- উক্তিটি যথার্থ।

একাত্তরের দিনগুলি

সুমন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে। সে মেধাবী ছাত্র, কিন্তু পরিবারের অসচ্ছলতায় তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়েছে একটি ঘড়ির দোকানে কাজ নেয়। সুমন দোকানে যাওয়ার পরই ওই দোকানের বেচা কেনা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে দোকানের মালিক জহির এর বিশ্বস্ত লোক হিসেবে জায়গা করে সুমন।

ক. ঢাকার কয় জায়গায় গ্রেনেড ফেটেছে?

খ. স্কুল খুললেও জামীর স্কুলে যাবে না কেন?

গ. উদ্দীপকের বিষয়টি নবীন প্রজন্মকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করবে তা 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকের অনন্যার কর্মকাণ্ড এবং 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকার প্রয়াস এক ও অভিন্ন"- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক) ঢাকার ৬ জায়গায় গ্রেনেড ফেটেছে।

খ)

সারাদেশে হানাদারের আক্রমণের আশঙ্কা স্কুল খুললেও জামী স্কুলে যাবে না।

১৯৭১সালের কাল রাতে গনহত্যা শুরু হওয়ার পর থেকে সারাদেশে চলছে হানাদারদের জুলুম-নির্যাতন। আবার স্বৈরাচারী সরকার সমস্ত স্কুল চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছে। মূলত এর পেছনেও তাদের নাশকতামূলক নীতি ছিল। এটা রুমি ও জামীর বাবা-মা বুঝতে পেরেছিল বলেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে যে, স্কুল খুললেও জামি স্কুলে যাবে না, বাড়িতেই পড়াশোনা করবে।

গ)

উদ্দীপকের বিষয়টি নবীন প্রজন্মকে দেশরক্ষায় আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করবে।

১৯৭১ সালে এদেশে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে অসংখ্য বীর বাঙালি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। শেষ পর্যন্ত লাখো বাঙ্গালীর রক্তের বিনিময় এ দেশ স্বাধীন হয়েছে।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকার একাত্তরের রক্তাক্ত দিনগুলোর চিত্র তুলে ধরেছেন। পাকহানাদাররা নির্বিচারে বাঙ্গালীদের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে, তাদের হত্যা করে বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে। অনেক বুদ্ধিজীবীদের বন্দি করে নির্যাতন চালিয়েছে, হত্যা করেছে। জোর করে পাকিস্তানি শাসকদের পক্ষে বিবৃতি আদায় করেছে।লেখিকা তার জীবনে ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছে। এমনকি তার নিজের সন্তান রুমিকে পর্যন্ত দেশের জন্য চিরতরে হারিয়ে আছেন। লেখিকার মতো হাজারো নারীর আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। উদ্দীপকে অনন্যা ও একাত্তরের আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। বাঙালি নিধনের হৃদয়বিদারক অনেক স্মৃতি তাকে আজও তাড়িত করে।অবসর সময়ে তিনি নাতি-নাতনিদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সেটা আগের কথাগুলো স্মৃতিচারণ করেন। এতে তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে। তাই বলা যায়, 'একাত্তরের দিনগুলি' তে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির আত্মত্যাগের স্মৃতিচারণের মত উদ্দীপকে সেবিকার স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে নবীন প্রজন্ম স্বদেশভূমির রক্ষায় সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হবে।

ঘ)

স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ অবদানের দিক থেকে অনন্যা ও লেখিকার প্রয়াস এক ও অভিন্ন।

১৯৭১ সালে এদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য বাঙালি নারী পুরুষ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের অবিস্মরণী অবদান ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে আছে। তারা আমাদের দেশপ্রেমের প্রেরণার বাতিঘর।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকার স্মৃতিচারণে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধে তার বাস্তব অবদানের কথা। তিনি এক শহীদ জননী। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একদিকে তিনি অকাতরে খাদ্য সামগ্রী ও পরামর্শ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ সহায়তা করেছেন। অন্যদিকে নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছেন। তেমনি ভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়,সেবিকা অনন্যা একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে যুদ্ধাহতদের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেছেন।অনন্যা মুক্তিযুদ্ধে সেই হৃদয়বিদারক স্মৃতি নাতি-নাতনিদের শোনান, যেন এই নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেমের যেকোনো আত্মত্যাগে নিবেদিত হতে পারে।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকার দেশ মুক্তির জন্য তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। নিজের প্রাণের সন্তানকে স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। উদ্দীপকের সেবিকা অনন্যাও মুক্তিযুদ্ধে আহতদের সেবায় আত্মনিবেদিত ছিলেন।আবার নতুন প্রজন্মের কেউ সেই ত্যাগের কাহিনী শোনানোর মাধ্যমে তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব উজ্জীবিত করতে প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করছেন। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য ''উদ্দীপকের অনন্যার কর্মকাণ্ড এবং 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকার প্রয়াস এক ও অভিন্ন''-উক্তিটি যথার্থ।

DINAJPUR BOARD

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

"ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষের স্বর্গে তুলিয়া ধরিল ধুলায় নামিলো শশী।
আরাম সুখের, মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা।
ইসলাম বলে, সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা।"

ক) আমরা কত আনা শক্তিকে উপেক্ষা করে আসছি?

খ) বোধন বাঁশিতে সুর দেওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে।

গ) উদ্দীপকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের যে ভাবটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উদ্দীপকটি 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের মূলভাব এর আংশিক রূপায়ণ মাত্র- মূল্যায়ন করো।

উত্তর

ক) আমরা দশ আনা শক্তি কে উপেক্ষা করে আসছি।

খ)
বোধন বাঁশিতে সুর দেওয়া বলতে মানুষের মধ্যে বোধ জাগিয়ে তোলার আহ্বানকে বোঝানো হয়েছে।

লেখক বোধন বাঁশিতে সুর দিয়ে আমাদের মধ্যে বোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আমরা যদি সমাজের পতিত, চন্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে টেনে আপন করে নিতে পারি এবং সম্মানে তাদেরকে আমাদের কাতারে শামিল করতে পারি তবে পৃথিবীবাসী আমাদের সম্মানের চোখে দেখবে। প্রাবন্ধিক বোধন বাঁশিতে সুর দিয়ে আমাদের মধ্যে এই বোধ জাগাতে চেয়েছেন।

গ)
উদ্দীপকে উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন প্রবন্ধের 'সাম্যবাদী ভাবটি' ফুটে উঠেছে।

কাজী নজরুল ইসলামের লেখা সাম্যবাদী মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখতেন, যেখানে জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সমাজভেদ বলতে কিছুই থাকবে না। সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে।

উদ্দীপকের কবিতাংশেও আমরা দেখতে পাই সাম্যবাদের চিত্র। যেখানে ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়িয়ে ওমর উটের রশি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে ইসলামের সাম্যবাদী চিত্র ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের কবির মতো কাজী নজরুল ইসলামও একটি শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। যেখানে কেউ কারো উপর কর্তৃত্ব করবে না, নির্যাতন করবে না। কেউ কোনো রকম বৈষম্যের শিকার হবে না। তিনি তার প্রবন্ধে উদ্দীপকের সাম্যবাদের মতোই সাম্যবাদী চেতনা প্রকাশ করেছেন।

ঘ)

তথাকথিত 'ছোটলোক সম্প্রদায়ের' প্রতি অবহেলার চিত্র নেই বলে উদ্দীপকটি ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধের মূলভাবের আংশিক রূপায়ণ মাত্র।

কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যবাদী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শোষণহীন, বৈষম্যহীন এক আদর্শ সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন।

উদ্দীপকের কবি ইসলামের সাম্যবাদের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি সকল মানুষকে সমান করে দেখিয়েছেন। ভৃত্য এবং মনিবের মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি খুঁজে পাননি। তবে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার আলোচ্য প্রবন্ধের মূল ভাবে আরো বিস্তারিত ভাবে সাম্যবাদী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সকল প্রকার ভেদাভেদ দূর করার কথা বলেছেন।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক মনে করেন সাম্যবাদী সমাজের মানুষই বৈষম্যহীন সুখী জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু উদ্দীপকের কবি কেবল মানুষের সাম্যের কথা বলেছেন, সমাজে বা রাষ্ট্রের কথা বলেননি। তাই উদ্দীপকটি ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধের মূলভাব এর আংশিক রূপায়ণ মাত্র- উক্তিটি যথার্থ।

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

"গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশের সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"

ক) মহাজাগরণের দিনে কোন শক্তিকে ভুললে চলবেনা?

খ) লেখক বোধন বাঁশিতে সুর দিতে বলেছেন কেন?

গ) পঙক্তিতে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের যে বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের মূলভাব একই সূত্রে গাঁথা- বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) মহাজাগরণের দিনে উপেক্ষিত শক্তিকে ভুললে চলবেনা।

খ)

'বোধন বাঁশি' বলতে মানুষের বোধ বা উপলব্ধি জাগ্রত করার প্রয়াস কে বোঝানো হয়েছে।

আমাদের বৈষম্যমূলক সমাজে আজ আমরা অধঃপতিত। উন্নতির জন্য আমরা হা-হুতাশ করি। কিন্তু উপেক্ষিত শক্তির জাগরণ ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। এই বোধ আমাদের ভদ্র সম্প্রদায় নেই। তাদের বোধ জাগ্রত করার জন্যই প্রাবন্ধিক বোধন বাঁশিতে সুর তোলার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

গ)

পঙক্তিতে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের সাম্যবাদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সমাজে ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু সব শ্রেণির মানুষের রয়েছে। সব শ্রেণির মানুষকে যথার্থ মর্যাদা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

উদ্দীপকে সাম্যের গান গেয়ে কবি সকলকে সমান চোখে দেখার কথা বলেছেন। সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ বাস করে। এদের কেউ আভিজাত্যের অধিকারী আবার কেউ নিম্নশ্রেণির। অনেক মানুষ আছে যারা গরিবদের অবজ্ঞা করে। তাদের মানুষ বলেই গণ্য করে না। উদ্দীপকের কবি সব শ্রেণির মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখার কথা বলেছেন। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধেও এদিকটি বিবৃত হয়েছে। এখানেও কবি সাম্যবাদের মানসিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষকে বড় করে দেখা হয়েছে।

ঘ)

বাস্তবিকই উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।

সব মানুষের শরীরে একই রক্ত প্রবাহ চলে। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। অথচ পৃথিবীতে মানুষের মানুষের তৈরি হয়েছে শ্রেণিবৈষম্য। আর এ বৈষম্যের জন্য সারা বিশ্বজুড়ে অসমতার দ্বন্দ্ব রয়েই গেছে।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে কবি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাম্যবাদের কথা বলেছেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ছোট-বড়, উঁচু-নিচু সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে বলেছেন। তাহলেই মর্যাদাবান এবং শক্তিশালী জাতি গঠন করা সম্ভব হবে।

উদ্দীপকের মূলভাবেও সাম্যবাদের দিকটি ফুটে উঠেছে। এখানে মানুষকে বড় করে দেখা হয়েছে। সকল ভেদাভেদকে তুচ্ছ করা হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রের ভেদকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে। এখানে কবি স্পষ্ট করে উপেক্ষিত মানুষগুলোকে যথাযথ সম্মান এর সাথে দেখতে বলেছেন। জাতিতে জাতিতে সাম্যবাদের নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন। তার এমন বক্তব্যের সাথে উদ্দীপকের মূলভাব মিলে যায়।

জীবন সঙ্গীত

সমুদ্র উপকূলবর্তী শ্যামচরের অধিবাসীরা ঘূর্ণিঝড় সিডরে ঘর-বাড়ি হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। এ সময়েই আশার আলো জাগাতে কানাডীয় নাগরিক মি. পিটার এগিয়ে আসেন। তাঁর পরামর্শে ও অর্থ সাহায্যে গবাদি পশুপালন, মাছ ধরা ও চরে সবজিচাষ করে পাঁচ বছরে সর্বহারা মানুষগুলো প্রমাণ করে-পরিশ্রমই সফলতার চাবিকাঠি।

ক. ধ্বজা' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'আয়ু যেন শৈবালের নীর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের মি. পিটার 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার যে চেতনার প্রতীক তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "শ্যামচরের অধিবাসীরাই কবি হেমচন্দ্রের কাঙ্ক্ষিত সমরাঙ্গনের মানুষ"- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

উত্তর

ক) 'ধ্বজা' শব্দের অর্থ পতাকা।

খ)

মানুষের ক্ষপস্থায়ী জীননকালকে বুঝানোর জন্য কবি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

মানুষের আয়ু শৈবালের উপর জমা পানির মতো ক্ষণস্থায়ী। শৈবাল বা শেওলার উপরে যে পানি থাকে তার সময়কাল অতি অল্প। সূর্যের কিরণ লাগার সাথে সাথে সে পানি দ্রুত শুকিয়ে যায়। এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনের স্থায়িত্বও খুব কম সময়ের। কবি তাই শৈবালের পানির সঙ্গে মানব জীবনকালের তুলনা করেছেন। ক্ষণিকের সম্পদের মোহে পড়ে জীবনের তাৎপর্যকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

গ)

উদ্দীপকের মি. পিটার 'জীবন-সঙ্গীত কবিতায় বর্ণিত নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেতনাকে ধারণ করেন।

জীবন-সঙ্গীত কবিতায় কবি এ জগৎ- সংসারকে যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একমাত্র নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জীবনে জয়ীহওয়া যায়।

উদীগকের মি. পিটারের মাঝে 'জীবন-সঙ্গীত কবিতার চিরন্তন ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি কানাডা থেকে এসে সিডরে লণ্ডভণ্ড মানুষের মধ্যে আশার আলো জাগিয়েছেন। তিনি শ্যামচরের মানুষদের নতুন করে সবকিছু শুরু করার পরামর্শ এবং অর্থ সাহায্য দেন। 'জীবন-সঙ্গীত কবিতায়ও কবি জীবন সংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বারবার সংগ্রাম করে জয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মহিমা অর্জনই জীবনের মহত্ত্ব। মি. পিটার অসহায় মানুষদের নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করার পরামর্শ দিয়ে 'জীবন-সঙ্গীত কবিতার কবির চেতনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঘ)

জীবন সংগ্রামে সফল শ্যামচরের অধিবাসীরাই কবি হেমচন্দ্রের কাঙ্ক্ষিত সমরাঙ্গনের মানুষ।

হতাশা মানবজীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। কোনো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ হতাশায় ভোগেন না। তারা নতুনভাবে জীবনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন।

উদ্দীপকের শ্যামচরের অধিবাসীরা ঘুর্ণিঝড় সিডরে ঘর-বাড়ি হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন-যাপন করে। কানাডীয় নাগরিক মি. পিটারের পরামর্শে ও আর্থিক সহযোগিতায় তারা আবার গবাদি পশুপালন, মাছ ধরা ও চরে সবজিচাষ করে পাঁচ বছরে সফলতা অর্জন করে। 'জীবন-সঙ্গীত কবিতায় কবি চিন্তা, ভয় ও হতাশাকে দূর করে সমাজে এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন। তার মতে, সংসার সমরাঙ্গন। এ সমরাঙ্গনে প্রাণপণে যুদ্ধ করে জয়ী হতে হবে, যা উদ্দীপকের অধিবাসীরা করতে সক্ষম হয়েছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন সমরাঙ্গনে যে সাহসী যোদ্ধা খুঁজেছেন উদ্দীপকের শ্যামচরের অধিবাসীরা সেই সাহসী যোদ্ধা। কেননা তারা সিডরে সবকিছু হারিয়েও হতাশায় পর্যবসিত হয়নি। তারা আবার নতুন উদ্যমে জীবনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। দীর্ঘ পরিশ্রমের পরে তারা প্রমাণ করেছে 'পরিশ্রমই সফলতার চাবিকাঠি'। তাই শ্যামচরের মানুষগুলোই কবির কাঙ্ক্ষিত মানুষ।

SYLHET BOARD

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

শিশু ফাইয়াজ বাবার সাথে রমনা পার্কে বেড়াতে যায়। সেখানে নানান বয়সী নারী পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ, রঙ বেরঙের পোশাক পড়ে ঘুরে বেড়ায়। সবার হাতে বেলুন, বাঁশি, মাথায় ফেস্টুন। এসব দেখে ফাইয়াজ আনন্দে অভিভূত হয়। সে অনেকগুলো খেলনা ও মজার মজার খাবার ক্রয় করে বাড়ি ফিরে আসে।

ক. 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ কার লেখা?

খ. বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন ও গৌরবমণ্ডিত কেন?

গ. উদ্দীপকে পহেলা বৈশাখ প্রবন্ধের কোন দিকটি নির্দেশনা করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ে আলোকপাত করা লেখক এর মূল উদ্দেশ্য নয়'- পহেলা বৈশাখ প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর।

উত্তর

ক) 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ ঐতিহাসিক আবুল ফজলের লেখা।

খ)

দীর্ঘকাল ধরে পয়লা বৈশাখ উৎসব চলে আসছে বলে বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন ও গৌরবমণ্ডিত।

পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙালির এক অনন্য উৎসব। এখন একে জাতীয় উৎসব বলা যায়। কালের যাত্রা পথে এর উদযাপন রীতিতে নানা পালাবদল এর মধ্য দিয়ে এটি পেয়েছে নতুন মাত্রা। একারণে পয়লা বৈশাখ আমাদের কাছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য।

গ)

উদ্দীপকে 'পহেলা বৈশাখ' প্রবন্ধে বৈশাখী উৎসবের দিকটি নির্দেশ করে।

বাংলা নববর্ষ 'পহেলা বৈশাখ' বাঙালি সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উৎসব। কৃষিকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ধারণা তৈরি হয়। ধর্মীয় সংকীর্ণতার বৃত্ত অতিক্রম করে বাংলা নববর্ষ উৎসব আজ আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক বাহক হয়ে উঠেছে।

'পহেলা বৈশাখ' প্রবন্ধে বর্ণিত বাংলা নববর্ষ উৎসবের গ্রাম-নগর নির্বিশেষে সব ধর্ম ও শ্রেণীর মানুষ স্ব-উৎসাহে যোগদান করে। পরস্পরের বাড়িতে আসা-যাওয়া, শুভেচ্ছা বিনিময়, খাওয়া-দাওয়া, নানারকম খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাই সারা বছরের অন্যান্য দিন গুলো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে এই দিনটি।

উদ্দীপকে দেখা যায় পহেলা বৈশাখে শিশু ফাইয়াজ বাবার সাথে রমনা পার্কে বেড়াতে যায়। সেখানে সে নানান রঙের পোশাক পরিহিত নারী পুরুষ, শিশু বৃদ্ধের হাতে, মাথায় ফেস্টুন প্রভৃতি দেখে আনন্দে অভিভূত হয়। সে অনেকগুলো খেলনা ও মজার মজার খাবার কিনে বাড়ি ফেরে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে পহেলা বৈশাখ প্রবন্ধের আনন্দ-উৎসবের দিকটি সার্থকভাবে নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ)

নিছক আনন্দ নয়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বন্ধন প্রতিষ্ঠাই 'পহেলা বৈশাখ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক এর উদ্দেশ্য।

বাঙালি জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হলো পহেলা বৈশাখ। হাজার বছরের পুরনো অনুষ্ঠান বাঙালির জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

উদ্দীপকে শুধু নববর্ষের একটি আনন্দ চিত্র ফুটে উঠেছে। এদিনে শিশু ফাইয়াজ বাবার সাথে রমনা পার্কে বেড়াতে যায়। সেখানে নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলকে রংবেরঙের পোশাক পড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে ফাইয়াজ। সবার হাতে বেলুন, বাঁশি, মাথায় ফেস্টুন দেখে সে আনন্দে অভিভূত হয়। সেও অনেকগুলো খেলনা ও মজার মজার খাবার কেনে।

পহেলা বৈশাখ রচনায় নববর্ষের আনন্দ চিত্রের পাশাপাশি এক তাত্ত্বিক চেতনার উজ্জীবন ঘটিয়েছেন লেখক। লেখকের মতে, এ উৎসব হিন্দু বা মুসলমান বা বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার। এ উৎসব সমগ্র বাঙালির। ধনী-গরিব, কৃষক-শ্রমিক বাংলা ভাষাভাষী এ দেশে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের। ধর্মীয় সংকীর্ণতার অতিক্রম করে বাংলা নববর্ষ উৎসব আজ আমাদের জাতীয় চৈতন্যের ধারক বাহক। নববর্ষ উদযাপনে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা, দেশাত্মবোধ, স্বকীয় ঐতিহ্য চেতনা ও ঐক্যবদ্ধ তার দৃঢ় প্রত্যয় জাগ্রত হয়। তাই উদ্দীপকে বর্ণিত নিছক আনন্দ-উল্লাস উদযাপনের বিষয়ে আলোকপাত করা এর লেখক এর মূল উদ্দেশ্য নয়, লেখক এর উদ্দেশ্য সার্বজনীন ঐক্য সৃষ্টি করা।

একাত্তরের দিনগুলি

একাত্তরে শ্রাবণের বৃষ্টি ভেজা এক দুপুর বেলার কথা। সারাদেশে পাকিস্তানি নরঘাতকরা নারকীয় অত্যাচার চালায়। থানা সদর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে কাচ খানা গ্রাম। এ গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আফাজের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন ক্যাম্প তৈরি করা হয়।কিন্তু হানাদাররা গোপন সূত্রে ক্যাম্পের সন্ধান পায়। শ্রাবণের সেই বৃষ্টিভেজা দিনটিতে রাজাকারদের সহায়তায় পুরো এলাকায় আতকিত আক্রমণ চালায়। গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। আফাজসহ চারজনকে ধরে পুকুর পাড়ের একটি মোটা আম গাছের সাথে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। নিথর দেহ গুলো এলিয়ে পড়ে গাছের সাথে। রক্তে লাল হয় পুকুরের পানি।

ক. 'কুটকৌশল' শব্দের অর্থ কি?

খ. 'মুক্তিফৌজ' কথাটা লেখিকার কাছে ভারী কেন?

গ. উদ্দীপকের ঘটনা 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় কোনদিকে উন্মোচিত করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা 'একাত্তরের দিনগুলি রচনায় সামগ্রিক কাহিনীকে ধারণ করে কি?- মূল্যায়ন কর।

উত্তর

ক) কূটকৌশল' শব্দের অর্থ চতুরতা বা দুর্বুদ্ধি।

খ)

অত্যাচারী পাক সেনাদের মোকাবিলায় 'মুক্তিফৌজ' কথাটা লেখিকার কাছে ভারী মনে হয়।

মুক্তিফৌজ কথাটা এতো ভারী যে এই রকম অত্যাচারী সৈন্য দিয়ে ঘেরা অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে বসে মুক্তিফৌজ শব্দটা শুনলেও লেখিকার কাছে কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। আবার ঐ অবিশ্বাসের ভেতর থেকে একটা আশা, একটা ভরসার ভাব ধীরে ধীরে মনের কোণে জেগে উঠতে থাকে। ঢাকায় মুক্তিফৌজের গেরিলা আক্রমণের খবর পেয়ে ধীরে ধীরে লেখিকার মনে আশার প্রদীপ জ্বলে ওঠে।

গ)

উদ্দীপকের ঘটনা 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় বর্ণিত পাকহানাদারদের নির্বিচারে বাঙালি হত্যার দিককে উন্মোচিত করে।

১৯৭১ সালে এদেশে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে আপামর মুক্তিকামী জনতা অংশগ্রহণ করেছে। তারা জীবন বাজি রেখে রক্তক্ষয়া যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সংগ্রামী চিত্র তুলে ধরেছেন। বাঙালি মুক্তিযাদ্ধারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে লড়াই করেছে। অন্যদিকে হানাদাররা অসংখ্য বাঙালিকে পেছনে হাত বেঁধে গুলি করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। ট্রাক ভর্তি করে ভুলে নিয়ে তাদের চোখ বেধে হত্যা করেছে। এমন ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায়। তেমনিভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, একাত্তরের শ্রাবণের বৃষ্টিভেজা এক দুপুরে হানাদাররা মুক্তিদ্ধাদের এক ক্যাম্পে অৎিকত হামলা চালায়। মুক্তিদ্ধা কমান্ডার আফাজসহ চারজনকে ধরে পুকুর পাড়ে একটি মোটা আম গাছের সাথে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। তাদের রক্তে লাল হয় পুকুরের পানি। উদ্দীপকে বর্ণিত এই মুক্তিবাহিনী হত্যার মতো নির্মম ঘটনা একাত্তরের দিনগুলো রচনা বাস্তব ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘ)

মুক্তিযুদ্ধের একটি সামগ্রিক চেতনার উপস্থিতি না থাকায় উদ্দীপকের ঘটনা একাত্তরের দিনগুলি রচনার সামগ্রিক কাহিনিকে ধারণ করে না।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অনেক মা তার সন্তানকে হারিয়েছে। অনেক সন্তান হারিয়েছে তার পিতামাতাকে। রক্তস্রোত একাকার হয়ে অর্জিত হয়েছে এদেশের স্বাধীনতা।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক চেতনা ও আপন সন্তানকে দেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। বাঙালি নিজ জীবনের চেয়ে স্বাধীনতাকে বড় করে দেখেছে বলে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। লেখিকা দেশ ও দেশের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজ সন্তান রুমীকে মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গ করেছে। নিজের ও রুমীর দেশপ্রেমের চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য পাক হানাদারদের কাছে মার্সি পিটিশন দায়ের করেননি।

উদ্দীপকে দেশপ্রেমের এমন সামগ্রিক চিত্র নেই। আছে একদল মুক্তিযোদ্ধার জীবন উৎসর্গের চিত্র। হাজারো মানুষের আত্মত্যাগের কথা, আপন সন্তানকে দেশের জন্য, নিবেদন করার চিত্র উদ্দীপকে নেই। স্বাধীনতা ও দেশপ্রেম মানুষকে কীভাবে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে উজ্জীবিত করে তার সামগ্রিক চেতনা 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় বাস্তবভাবে উচ্চরিত হয়েছে। এরই খন্ডিত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে উদ্দীপকে। তাই প্রমাণিত যে, উদ্দীপকের ঘটনা 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সামগ্রিক কাহিনিকে ধারণ করে না।